দৈনিক ইনকিলাব 62

তারিখ ... JAN 15 2000 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ...

আজ চঃবিঃ খোলার দিন থেকেই শিবিরের অবরোধ ঃ ছাত্রলীগ ক্যাডাররা প্রস্তুত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ বন্ধ ঘোষিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার প্রাক্কালে পরিস্থিতি মারাত্মক জটিল আকার ধারণা করেছে। কর্তৃপক্ষ আজ শনিবার হলসমূহ খুলে দিচ্ছেন। কাল রবিবার থেকে ক্লাস শুরু করছেন। অন্যদিকে ছাত্রশিবির তাদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আজ শনিবার থেকে লাগাতার অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। এই অবস্থায় ২ শিবির নেতা হত্যার ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত কমিটির সভাপতি পদত্যাগ করেছেন। ভিসি আরেকজন নতুন সভাপতি নিযুক্ত করেছেন। ভিসি'র এই নিয়োগ নিয়ে বৈধতার প্রশ্ন উঠেছে। পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটের দিকে ধাবিত হচ্ছে। গত ১৯ ডিসেম্বর ছাত্র লীগ কর্তৃক সোহরাওয়ার্দী হল দখলকে কেন্দ্র করে ব্রাশফায়ারে শিবির নেতা রহিম ও মাহমুদ নিহত হয়। এই ঘটনা তদন্তে গত ৩১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় উদ্ভিদবিজ্ঞানের প্রফেসর কাজী আবদুল বাসেতকে সভাপতি করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গত কয়েকদিন আগে ডঃ বাসেত কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করে। ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান ইংরেজী বিভাগের প্রফেসর কাজী মোস্তাইন বিল্লাহকে তদন্ত কমিটির নতুন সভাপতি নিযুক্ত করেন। এই নিয়োগের কথা গত বৃহস্পতিবার সিন্ডিকেট ও তদন্ত কমিটির সদস্যদের অবহিত করা হলে সিন্ডিকেট সদস্যদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে আলাপকালে তারা জানান, যেহেতু সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির সভাপতি পদত্যাগ করেছেন, সেহেতু নতুন সভাপতি মনোনয়নের বিষয়টিও সিন্ডিকেটের এখতিয়ারভুক্ত। সেখানে ভিসি'র একক কোন ক্ষমতা নেই। এ ব্যাপারে তদন্ত কমিটির অন্যতম সদস্য ডঃ মুনীর আহমদ চৌধুরীসহ কয়েকজন প্রতিবাদ জানিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এদিকে আজ হলসমূহ খুলে দেয়ার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ সার্বিক প্রস্তুতি নিয়েছেন বলে জানা গেছে। অন্যদিকে, ছাত্র লীগ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, ভিসি-প্রোভিসিকে অপসারণ ও পক্ষপাতদুষ্ট পুলিশ প্রত্যাহারের দাবীতে শিবির আজ থেকে লাগাতার অবরোধের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। পাল্টা হিসেবে ছাত্র লীগও প্রস্তুতি নিচ্ছে। ক্যাম্পাস থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যা থেকে উভয়পক্ষ ভার্সিটি সংলগ্ন এলাকায় বিপুলসংখ্যক ক্যাডার সমাবেশ ঘটিয়েছে। পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভিসি, বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডঃ আর আই চৌধুরীর মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিবদমান দুই পক্ষকে সমঝোতায় আনতে হবে। একপক্ষে কোন কাজ হয় না। অতীতে এই সমস্যা মোকাবিলা করেছি। কর্তৃপক্ষকে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

ছাত্র ইউনিয়ন

ভার্সিটি খোলার প্রাক্কালে অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি আহসান কবির বেঙ্গল ও সাধারণ সম্পাদক রাহাত উল্লাহ জাহিদ উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এক বিবৃতিতে তারা বলেন, কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছেন। সেখানে নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীরা নিরাপত্তাহীন। সন্ত্রাসীদের সঙ্গে ছাত্রদের সহাবস্থান হতে পারে না। নেতৃবৃন্দ সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত, পরিবেশ গঠন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী জানান।

ছাত্র লীগ

এদিকে গতকাল ছাত্র লীগের এক সভায় বলা হয়, ছাত্রশিবির অবরোধের নামে ভার্সিটি বন্ধ করার ষড়যন্ত্র করছে। ছাত্র লীগ তাদের প্রতিহত করবে। ছাত্র লীগ নেতা মোঃ কলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জিল্লুর রহমান জুয়েল, আলী মুর্তুজা চৌধুরী, শফিকুল ইসলাম, বেলাল নূরী, নাসির হায়দার বাবুল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

শিবির

গতকাল ছাত্রশিবির মহানগর শাখার সভায় কেন্দ্রীয় সভাপতি এহছানুল মাহবুব জোবায়ের বলেন, শিবির নেতা জোবায়ের, রহিম ও মাহমুদের খুনীদের গ্রেফতার না করা পর্যন্ত শিবিরের দুর্বার আন্দোলন চলবে। মহানগর সভাপতি মিছবাহুল কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সাইফুর রহমান, গোলাম ফারুক ও সাইফুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। বক্তাগণ ভার্সিটিতে শিবিরের লাগাতার অবরোধ সফল করার আহবান জানান।